জান্নাত ও জান্নাতী

কুরআনে বেহেশ্ত্কে যেসব নামে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

১. **জান্নাতুন্ নাইম ঃ** রহমতপূর্ণ বেহেশ্ত্ ।
২. **আল্ জান্নাহ্ ঃ** আবৃত বাগান ।
৩. **জান্নাতু আদন্ ঃ** চিরস্থায়ী আবাস স্থল ।
৪. **দার উল্ খুল্দ্ ঃ** অনন্তকালের বাড়ী ।
৫. **জান্নাতুল মা'ওয়া ঃ** শেষ বেহেশ্ত্ ।
৬. **দার উস্ সালাম ঃ** শান্তির নীড় ।
৭. **দার উল্ মুকামা ঃ** বিশ্রামের ঘর ।
৮. **আল্ ফেরদৌস ঃ** সর্বচ্চ বেহেশ্ত্ ।
৯. **দার উল্ হাইওয়ান ঃ** প্রকৃত জীবন ।
১০. **আল্ মুকামুল্ আমিন ঃ** নিরাপদ বেহেশ্ত্ ।
১১. **মুকাদা সুদ্কীন্ ঃ** সত্য স্থান ।
১২. **কাদানা সুদ্কীন ঃ** সত্য পদক্ষেপ ।
১৩. **লিসানা সুদ্কীন ঃ** সত্য জিনিস ।
১৪. **মুদ্খালা সুদ্কীন ঃ** সত্য প্রবেশ দ্বার ।
১৫. **মুখ্রাজা সুদ্কীন ঃ** সত্য বহির পথ ।

কুরআনে বেহেশ্তের অধিবাসীদের যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১. **আল্ মুমিনুন্ ঃ** বিশ্বাসীগন ।
২. **আল মুস্লিমুন্ ঃ** মুসলমানরা ।
৩. **আল্ মুত্তাকুন ঃ** যাদের তাক্ওয়া আছে ।
৪. **আল্ মুহ্সিনুন্ ঃ** যারা ভালো কাজ করে ।
৫. **আস্ সাবেরুন্ ঃ** যারা ধৈর্য ধারন করে ।
৬. **আল্ মুখ্বিতুন ঃ** যারা বিনয়ী ও অবনমিত ।
৭. **আত্ তায়েবুন ঃ** যারা অনুতপ্ত ।
৮. **আল্ মুস্তাকিমুন ঃ** যারা অবিচল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ।
৯. **আল্ মুমিনুন্ বিল আখিরা ঃ** বিচার দিনের উপর বিশ্বাসীগণ ।
১০. **আল্ মুস্তাগ্ফিরুন ঃ** যারা ক্ষমা প্রার্থী ।
১১. **আল্ আমিলুন ঃ** যারা ভুমিকা নেয় ও কাজ করে ।
১২. **আল্ মুফতাহিনুন্ ঃ** যারা আল্লাহ্র কাছে অবনমিত হয় ।
১৩. **আয্ যাকেরুন ঃ** যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে ।
১৪. **আল্ মুতাফাক্কেরুন ঃ** যারা আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে ।
১৫. **আল্ আউলিয়া ঃ** আল্লাহ্ অনুরাগী ব্যক্তিগণ ।
১৬. **আল্ মুখ্লিসুন ঃ** যারা অনুগত ।
১৭. **আস্ সাবেকুন ঃ** যারা সত্য পথ প্রদর্শক ।

১৮. **আত্ তাইউন ঃ** আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) অনুসারীগণ।

১৯. **আল্ মুজাহিদুন ঃ** যারা জিহাদ করে।

২০. **আল্ মুহাজিরুন ঃ** যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাতিরে দেশান্তরিত হয়। যেমন নবী করিম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবিগণ নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি সবকিছু পিছে ফেলে রেখে নিজেদের জন্ম স্থান মক্কা থেকে মদীনায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। আর যাবার পথে প্রথমেই বানিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে কুবা, তারপর মসজিদ আল্ জুমুয়া ও মদীনায় পৌঁছেই মসজিদ আন্ নববী। উনারা কেবল দ্বীন প্রচারের জন্য ও নিজেদের জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করেন।

২১. **আল্ মুনফিকুন ঃ** যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। অর্থাৎ যারা টাকার আসল অর্থ জানে । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা ৯৯.৯৯% জনই জানিনা যে টাকার সত্যিকার স্বরূপ কি। আমাদের কাছে এটা এমন এক লোভনীয় বস্তু যে সুযোগ হারাবার আগেই যেকোন উপায়েই হোক তা অর্জন করতেই হবে।

২২. **আল্ মুকরিবুন ঃ** যারা আল্লাহ্‌কে কর্জ দান করে। এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, তবে আমরা যদি নিজে থেকে তার পথে খরচ করি সেটাকে তিনি উনার জন্য আমাদের কাছ থেকে নেওয়া কর্জ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি কম পক্ষে ৭০ গুন বাড়িয়ে আবার আমাদেরকে ফেরত দেবার ওয়াদা করেছেন।

২৩. **আল্ মুসাল্লুন ঃ** যারা নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করে।

২৪. **আল্ খায়েফুন ঃ** যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

২৫. **আল্ আবেদুন ঃ** যারা আল্লাহ্‌র উপাসনা করে।

২৬. **আস্ সায়েখুন ঃ** যারা আল্লাহ্‌র পথে ভ্রমন করে। আমরা যেমন বিনোদনের জন্য ওয়ান্ডার ল্যান্ড, ডিজনিল্যান্ড ইত্যাদি জায়গায় যাই, এখনো পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যারা বিনোদনের জন্য ওমরাহ্ করতে মক্কা মদীনায় যায়। উপাসনার সাথে সাথে সুন্দর চিত্তবিনোদন ও হয়ে যায়।

২৭. **আল্ মুহাফেজুন ঃ** যারা নামাযের প্রয়োজনীয়তা (রোকন/আবেদন) সমূহ পূরা করে।

কুরান কারিমের কোন একক সুরা বা আয়াতকে বেহেশতের বর্ণনার জন্য সূত্র হিসেবে নেওয়া অত্যন্ত জটিল কেননা কুরআনের বহু সূরা ও আয়াত বেহেশতের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে। তবুও বেহেশতের সামান্য ধারনা গ্রহনের নিমিত্যে এখানে সূরা দাহরের (৭৬ নং সূরা) ১২-২২ আয়াতের দিকে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি।

সূরা দাহরের **১২-২২** আয়াতের অর্থ ঃ

(১২) আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরষ্কার স্বরুপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

(১৩) সেথায় তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না।

(১৪) সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরুপে তাদের আয়ত্বাধীন করা হবে।

(১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে।

(১৬) রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।

(১৭) সেথায় তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়,

(১৮) জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যার নাম সালসাবীল।

(১৯) তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা,

(২০) তুমি যখন সেথায় দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য ।

(২১) তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় ।

(২২) অবশ্য, এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত ।

এখানে ১২ নম্বর আয়াতে বেহেশতীদেরকে রেশম বা সিল্ক পরানো হবে বলা হয়েছে । অথচ পৃথিবীতে পুরুষের জন্য সিল্ক ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে । প্রশ্ন হতে পারে বেহেশতে যেটা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে তা কেন এখানে হারাম করা হলো । উত্তর হলো আল্লাহ্ পাক সোনাকে অতি মূল্যবান ও চাকচিক্যময় ধাতু হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আর স্বর্ণ নির্মিত অলংকার পৃথিবীতে কেবল মেয়েদের জন্য হালাল করেছেন যেন তারা সেটা পরে তাদের স্বামীকে আকৃষ্ট করে । এই আকর্ষণ কেবল স্বামী ও স্ত্রী এই দুই ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় । কারো স্ত্রীর প্রতি এই আকর্ষন কোন ক্রমেই অন্য কোন পুরুষের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ নয় । দেখা গেল সোনাকে আল্লাহ্ পাক আকর্ষনের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন । আর এ ধরনের মাধ্যম কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীব জানোয়ারের মধ্যেও এমন বহু উপকরণ আছে যেমন, ময়ূর তার পেখম মেলে ময়ূরীকে আকর্ষন করে আর আকর্ষণের এই মাধ্যম ময়ূরীকে দেওয়া হয়নি । তেমনিভাবে স্ত্রী যে স্বর্ণালংকার পরে স্বামীর সামনে আসবে আর স্বামী এক অমোঘ দৃষ্টিতে তাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, সেই আকর্ষণের মাধ্যম স্বর্ণালংকার যদি স্বামীর কাছেই বর্তমান হয় তবে স্বামীর মনে স্ত্রীর অলংকারের আবেদন আর তেমন আকর্ষণীয় থাকে না । অপর পক্ষে আমরা যেমন দেখি রোজার মাসে অনেক হালাল জিনিসই হারাম অথচ রোজার বাইরে তা হালাল । তেমনিভাবে পৃথিবীর জীবনকে যদি আমরা রোজার সাথে তুলনা করি যেখানে পুরুষের জন্য সোনা ও রেশমকে হারাম করা হয়েছে, আর আখেরাতের জীবন রোজার বাইরের জীবন তখন এগুলো শুধু হালালই নয় বরং পুরস্কারের সামগ্রী । তাই সাময়িক ভোগবিলাসের নেশায় ব্যাকুল না হয়ে অনন্ত অসীম আনন্দ অবগাহনে ধৈর্য সহকারে আর কদিনের অপেক্ষাই শ্রেয় নয় কি ?

বেহেশতীদেরকে এক সুসজ্জিত আসনে বসানো হবে, যেখানে না হবে শীত না গরম, এক আরামপ্রদ অনুভুতি যা এর পূর্বে কেউ কোনদিন অনুভব করেনি, এ এক বেহেশতী বসন্ত কাল । বৃক্ষছায়া তাদের অনুসরণ করবে আর এর ফল তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোগ করতে পারবে, শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে যেভাবে সে চায় । না থাকবে কাঁটার কোন প্রতিবন্ধকতা, না দুরে থাকার কোন ঝামেলা । সালসাবীল নামক প্রস্রবণের যানজাবীল মিশ্রিত সুস্বাদু পানীয় এমন স্ফটিক স্বচ্ছ রৌপ্যপাত্রে পান করতে দেওয়া হবে যা কেউ কোন দিন দেখেওনি আর স্বাদও নেয়নি । সবুজ সূক্ষ্ম রেশমে আবৃত আর রৌপ্য নির্মিত কংকনে অলংকৃত এই বেহেশতীদেরকে তা পরিবেশন করবে বিক্ষিপ্ত মুক্তাসদৃশ চিরকিশোরগণ । সেটা হবে তোমাদের জন্য ভোগবিলাসের এক বিশাল রাজ্য যা তোমাদেরই কর্মের স্বীকৃতি ও পুরস্কার । আল্লাহ্ পাকের এই অপরিসীম নেয়ামতরাজীকে আমাদের দুনিয়ার অভিজ্ঞতা দিয়ে বিন্দুমাত্রও অনুমান করা সম্ভব নয় ।

অনেকেই কুরআনে বর্ণিত পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত এই চির কিশোর ও হুরদেরকে পৃথিবীর অভিজ্ঞতার আলোকে একে শুধুমাত্র যৌন উপভোগের এক উপকরণ মনে করে উল্টাপাল্টা নানান প্রশ্নের অবতারনা করে থাকেন । আল্লাহ্ পাক কুরআনের বহু বিষয়ই মানুষের কাছে এই পৃথিবীতে প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেন নি এবং তা তিনি গোপন রেখেছেন হয়তো কোন এক উপযুক্ত সময়ে তা উন্মোচনের অপেক্ষায় । অথচ নির্বোধ মানুষ তা সম্পর্কে বিষদ না জেনেই উদ্ভট সব মন্তব্য করে বসতে দ্বিধা করছে না । এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সূরা হজ্বে সাবধান বানী উচ্চারন করে বলেছেন- আর যারা আমার নাজিলকৃত আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তা

সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নাই, অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন এর মুখাপেক্ষী হবে, যা সেদিন তাদের বিরুদ্ধে যাবে । তাই জ্ঞান না রেখে পার্থিব নীচ অভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে কোরানের যেকোন বিষয় সম্পর্কেই বিতর্ক করা থেকে আমাদের মনকে বিরত রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয় ।

হুর অর্থ হলো সুনয়না, সতী, ন্যায়পরায়ন ও পবিত্র । কোরানের নিম্ন বর্নিত ৪টি সূরার বিভিন্ন আয়াতে হুরদের বর্ননা এসেছে-

''তাদেরকে সঙ্গিনী দিবো আয়ত লোচনা হুর'' - সূরা দুখান ঃ ৫৪ ।

''তারা বসবে শ্রেনীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়ত-লোচনা হুরের সঙ্গে ।'' - সূরা তূর ঃ ২০ ।

''তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর; সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ? তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি ।''
সূরা রহমান ঃ ৭২-৭৪ ।

''আর তাদের জন্যে থাকবে আয়তলোচনা হুর, সূরক্ষিত মুক্তা সদৃশ'' -সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২২-২৩ ।

আলোচিত হুর সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন তারা এমন সুন্দর হবে যে, তাদের শরীরের উপর থেকেই তাদের হাড় দৃশ্যমান হবে । সৌন্দর্যের এ বর্ননা আমাদের মানবীয় মনের ধারনার কাছাকাছি আসার জন্য শুধু একটা উপমা মাত্র, যা আসলে বাস্তবের কাছাকাছিও নয় । এখন আমাদের সবার মনে এ প্রশ্ন আসা অস্বাভাবিক নয় যে, কেন বেহেশতে ঐ সমস্ত রমনীদের প্রয়োজন হবে ? আমাদের পৃথিবীর স্ত্রীরা কি বেহেশতে আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? যেমন হুজুর (সাঃ) বলেছেন তোমরা যে যাকে ভালোবাসবে বেহেশতে তার সাথে অবস্থান করবে । তবে যদি আমরা আমাদের স্ত্রীদের ভালোবাসি তারা কেন বেহেশতে আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ । আল্লাহ্‌ পাক মানুষকে এমন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, সে সব সময় তার সুখ দুঃখের সাথী হিসেবে একজনকে চায় । আর এ চাওয়া পাওয়া এক জন পুরুষের জন্য একজন স্ত্রীলোকের । এ কারনেই আদমকে সৃষ্টি করার পরপরই তার সুখদুঃখের সাথী হিসেবে আল্লাহ্‌ বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেন । সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট এই প্রাকৃতিক নিয়মের কারনেই মানুষ বিয়ে করে ও দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে জীবন যাপন করে । এ কারনেই নবী করিম (সাঃ) বলেছেন যে, তোমরা বয়োঃপ্রাপ্ত হবার পরই সামর্থ থাকলে বিয়ে করে নাও, বিয়ে দৈত জীবনে দ্বীনের পরিপূর্ণতা আনয়ন করে । কেউ যদি নিজে নিজে অবিবাহিত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তবে সেটা আল্লাহ্‌র চোখে শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ । এতএব এটা একটা মানব প্রকৃতি যে, সে বিয়ে করবে ও পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ ভাগাভাগি করে নেবে, কিন্তু বেহেশতে কোন দুঃখ নাই সেখানে শুধু সুখেরই ভাগাভাগি হবে । মানব প্রকৃতিই যখন সঙ্গি নিয়ে থাকা, মানুষ বেহেশতেও তার সঙ্গি পাবে এটাই স্বাভাবিক । এখন কেউ যদি পৃথিবীতে পারস্পারিক ভালোবাসার মাধ্যমে সুখী সাচ্ছন্দময় বৈবাহিক জীবন যাপন করে তবে হুজুরের (সাঃ) হাদিস অনুযায়ী সেই দম্পতি বেহেশতেও একই সাথে অনন্তকাল সাচ্ছন্দময় জীবন যাপন করবে ।

হুজুরের আরেকটি হাদিস হলো- যে মহিলা বেহেশতে যাবে সে হুরদের চাইতে ৭০ হাজার গুন বেশী সুন্দরী হবে । পৃথিবীর স্বামীরা এই ধরনের মহিলাদেরকে বেহেশতেও স্ত্রী হিসেবে পাবে । কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক কিশোর বা যুবক আছে যারা বৈবাহিক জীবনের সৌন্দর্যের পরশ পাবার আগেই শাহাদাত বরণ করেছেন । আল্লাহ্‌ পাক দ্বীনের জন্য সেই সমস্ত অকাতর প্রানদের জন্যই ঐ সমস্ত হুরদেরকে সুসজ্জিত করে রেখেছেন । অপর পক্ষে আল্লাহ্‌ পাক মানুষের মধ্যে এমন এক গুনাবলী দিয়েছেন, আর সাথে সাথে তা ব্যবহারে নিষেধও করেছেন, যাকে আরবীতে

বলে ‘আল্ হীল্’ অর্থাৎ হিংসা । যেমন কোন পুরুষ যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে, প্রথম স্ত্রী সেই দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছ থেকে এক ধরনের অনিরাপত্তা বোধ করে আর এই দুই স্ত্রীর মাঝে উৎপত্তি হয় হিংসার । আল্লাহ্ পাক কোরানের মধ্যে ঘোষনা করছেন যে, মানুষ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন তার অন্তর থেকে আল্হিল্কে বের করে নেওয়া হবে, পৃথিবীতে থাকা কালীন যা তার অন্তরে ছিল । অর্থাৎ পৃথিবীর সামাজিক অবস্থা থেকে বেহেশতের সামাজিক অবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন । পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম হলো একটা পরিবারে শুধু স্বামী স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা থাকবে । সেখানে যদি হালাল উপায়েও (বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ইসলামে যার অনুমতি রয়েছে) নূতন কারো অনুপ্রবেশ ঘটে তবে তার তরফ থেকে সবাই এক ধরনের হুমকীর সম্মুখিন হয় ও সবাই হিংসা বোধ করে । অপর পক্ষে বেহেশতের সামাজিক অবস্থা এমন হবে যে যদি কারো একাধিক স্ত্রীও থাকে তবে কেউ তাতে বিন্দুমাত্রও অনিরাপত্তা, হুমকী বা হিংসা বোধ করবে না । এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে কিভাবে এটা সম্ভব, তবে এর উত্তর হলো এই পার্থিব জীবনে এটা অনুভব করা সম্ভব নয় এ কারনে যে আমাদের মধ্যে এখন ঐ আল্হিল্ বিদ্যমান । কিন্তু বেহেশতে আমাদের অন্তর থেকে ঐ হিংসাকে বের করে নেওয়া হবে, আর তখন যদি সেখানে কাউকে পৃথিবীর স্ত্রীর পাশাপাশি আল্ হুর ইন্ আঈনকেও দেওয়া হয় তবু পৃথিবীর স্ত্রী কোনরুপ নিরাপত্তাহীনতায় বা হিংসায় ভুগবে না । তবে এটা নিশ্চিত যে সবাই বেহেশতে আবার তাদের স্ত্রী পূত্র পরিজনের সঙ্গ লাভ করবে এবং তা কেবল বেহেশতে । বেহেশতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত সবাই আলাদা থাকবে । কবর থেকে উঠার পর, হাশরের মাঠে, বিচারের আসরে, পুলসিরাতে ও অন্যান্য সমস্ত আনুষ্ঠানিকতায় সবাই একা একা সেখানে কোন স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, ভাই বোন ইত্যাদি কোনই কাজে আসবে না । বেহেশতে যে প্রথমে যাবে সে অন্যদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে । তারপর কাংক্ষিত কেউ বেহেশতে আসলে সে তার সাথে মিলিত হবে ও সেখানে অনাদিকাল বসবাস করতে থাকবে । হুর সম্পর্কীয় আলোচনার সমাপ্তি এভাবে টানা যায় যে বেহেশতীদের জন্য এটা কোন পার্থিব অভিজ্ঞতালব্ধ যৌন উপভোগযোগ্য পুরস্কার নয় বরং তা মানবীয় অভিজ্ঞতা বহির্ভূত বেহেশতে আল্লাহ্ সৃষ্ট এক পবিত্র সম্পর্ক ।

এবার আসা যাক বেহেশতীদের জন্য নিযুক্ত সেই চির কিশোরদের আলোচনায় । আল্লাহ্ তায়ালা উনার বহুবিধ সার্ভিসের জন্য অগণিত ফেরেশতাদিগকে নিযুক্ত রেখেছেন । তেমনিভাবে মানুষের জন্যও তিনি বহু ফেরেশতাকে নিযুক্ত করে রেখেছেন । যেমন দুজন ফেরেশতা সদা সর্বদা আমাদের দুকাঁধে আমাদের ভালোমন্দ লেখার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন । একজন ফেরেশতা আলমে আরওয়া থেকে আমাদের আঁত্মাকে নিয়ে এসে আমাদের মায়ের পেটে পৌঁছে দিয়েছে । আবার আরেক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে আমাদের দেহ থেকে এই আঁত্মাকে আলমে বরযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য । এমনি করে প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ্ পাক বহু ফেরেশতাকে নিয়েজিত করে রেখেছেন । অতএব বেহেশতে মানুষের প্রয়োজনে তার সেবা সুশ্রসার জন্য আল্লাহ্ পাক যদি তার সৃষ্ট অন্য কোন সৃষ্টিকে বা কোরানে উল্লেখিত কিশোরদেরকে নিয়োজিত করেন তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ।

কুরআন কারিমের সূরা আল্ মুতাফ্ফিফিন এ আল্লাহ্ পাক বর্নণা করেছেন যে, দোযখীদের দোযখের সবচাইতে কষ্টের শাস্তির চাইতেও বড় শাস্তি হবে যে আল্লাহ্ তাদের সাথে দেখা দেবেন না, যেহেতু তারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেছে । এবং তাদেরকে বলা হবে যে তোমাদের এ শাস্তি সেটাই যা তোমরা জীবনভর অস্বীকার করে এসেছো ।

হাদিস ঃ যখন সবকিছু স্থির হয়ে যাবে, যে যার স্থানে চলে যাবে, বেহেশতীরা নিজ নিজ প্রাপ্য পেয়ে যাবে, তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বেহেশতীদের প্রশ্ন করবেন তোমরা কি আরো কিছু চাও ? তারা উত্তরে বলবে আমরা আর কি চাইতে পারি, আপনি কি আমাদের পরিপূর্ণ সম্মানিত করেন নি ? এরপর পর্দা সরে যাবে আল্লাহ্ বেহেশতীদের দৃষ্টিতে নিজেকে উম্মোচিত করবেন। আল্লাহ্র দিদার লাভে বিমোহিত হবে তাদের হৃদয়, তখন ঐ হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না ।

হাদিস ঃ যখন জান্নাতীরা আল্লাহ্‌র দেওয়া নেয়ামতরাজীকে ভোগে ব্যতিব্যস্ত থাকবে এবং তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাদের সময় অতিবাহিত করতে থাকবে, হঠাৎ করে তাদের উপর থেকে আলোক রশ্মি পতিত হবে ও আল্লাহ্‌ পাক তাদের সাথে দেখা দিবেন আর বলবেন আসসালামু আলাইকুম ও জান্নাতের অধিবাসিগন । সূরা ইয়াসিনের ৫৮ নম্বর আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে ‘‘সালামুন কাওলাম মিররাব্বির রাহিম’’ অর্থ হলো ‘‘পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’’। আল্লাহ্‌কে দেখার সাথে সাথে বেহেশতেই প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র দেওয়া সমস্ত নেয়ামতকে ভূলে যাবে বেহেশতীরা, আর যতক্ষন আল্লাহ্‌ পাক আবার তাদের দৃষ্টির আড়ে না যান তারা বিমোহিত হয়ে থাকবে । তারপর আল্লাহ্‌পাক আড়াল হয়ে যাবেন কিন্তু তার রহমত অনন্ত অসীম কালের জন্য জান্নাতীদের সাথেই থাকতে থাকবে ।

২০৮-২৮৩ ফার্মেসী এভিনিউ
১২ মে ২০০১
২৯ বৈশাখ ১৪০৮
১৯ সফর ১৪২২ ।